দৈনিক

9 FEB 2017

সালথায় এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকলের উৎসব

পাঁচ শিক্ষার্থী বহিষ্কার, দুই শিক্ষককে অব্যাহতি, একজনের কারাদণ্ড

■ সালথা (ফরিদপুর) সংবাদদাতা

জেলার সালথায় এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকলের উৎসব চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সংবাদদাতার সরেজমিনে এ অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়।

অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৭ ফেব্রুয়ারি এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, সালথা মডেল উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে মোট এক হাজার ৬৫ জন পরীক্ষার্থী এসএসসির ইংরেজি প্রথমপত্রের পরীক্ষা দিচ্ছে। কেন্দ্রের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের শরীর তল্লাশি করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকী। এ সময় পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে দুই-তিন ঝুড়ি নকলের কাগজ উদ্ধার করেন তিনি। পরীক্ষা চলাকালে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বহিরাগত কয়েকজন প্রভাবশালী লোককে কেন্দ্রের মধ্যে ঘুরতে দেখা যায়। তাঁদের কেন্দ্রে কোনো দায়িত্ব না থাকলেও তারা পরীক্ষার কক্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এরই মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এরাদুল হক কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে দায়িত্বঅবহেলার কারণে দুই শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি, নকল করার অপরাধে পাঁচ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়াও নকল সরবরাহের দায়ে পরিমল মালো নামে এক যুবককে দুই বছরের কারাদণ্ড দেয় ভ্রাম্যমাণ আদালত।

একই দিন সালথা কলেজে দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে দেখা যায়, দাখিলের ইংরেজি দ্বিতীয়পত্রের পরীক্ষায় মোট ২৬৬ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। কয়েকজন বহিরাগত মাদ্রাসা শিক্ষক তাদের নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের কাছে নকলের কাগজ তুলে দিচ্ছেন। এক রকম ঢাক-ঢোল পিটিয়েই কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা সবার সামনে তারা তাদের পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন নকল। এ সময় সাংবাদিকদের উপস্থিতি টের পেয়ে দুই শিক্ষক পালিয়ে যায়। এমন সময় মাঝারদিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক আবুল বাসার নকল নিয়ে পরীক্ষার্থীদের হাতে দেওয়ার সময় সাংবাদিকদের হাতে ধরা পড়ে যান।

একাধিকবার শিক্ষার্থীদের শরীরে তল্লাশি চালিয়ে নকলের কাগজ উদ্ধার করা হলেও থেমে ছিল না নকলের উৎসব। সকালে পরীক্ষার্থীরা নকলের কাগজ সাথে করে নিয়েই পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করে বলে অনেক পরীক্ষার্থীই স্বীকার করেছে। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বিনয় কুমার চাকীকে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে ফোনের লাইন কেটে দেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে অনিয়মের সত্যতা স্বীকার করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মাদ মোবাশ্বের হাসান বলেন, আগামীতে নকলমুক্ত পরীক্ষা যাতে অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য যত কঠোর হওয়া দরকার ততটাই হবো।